দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে রাজ্যে রাজ্যে সভা

অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা

হায়দরাবাদের খৈরতাবাদ লাইব্রেরি জংশনে এস ইউ সি আই (সি) অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নেতা কমরেড বি এস অমরনাথ। প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। অপর বক্তা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলে জনজীবনের সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে নানা আঞ্চলিক ইস্যু খুঁচিয়ে তুলছে। উভয় বক্তাই সমস্যা সমাধানে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে গণআন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

উত্তরাখণ্ড

দলের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন দেরাদুনের প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড হরিশ ভিস্ত। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় কেন ১৯৪৮ সালে এস ইউ সি আই (সি) দল প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করেন কমরেড প্রতাপ সামল। সভা শেষে কমরেডদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন এ আই ডি এস ও শ্রীনগর ইউনিটের সভাপতি কমরেড মোহিত নেগি, গাড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত জয়েন্ট সেক্রেটারি কমরেড কুসুম পাণ্ডে এবং কমরেড মুকেশ সেমওয়েল।

কেরালা

২৪ এপ্রিল দলের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেরালার ওইনাদ জেলার স্বতন্ত্র ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বঘোষিত বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সি কে লুকোস অসুস্থতার জন্য আসতে না পারায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস জেইশন যোসেফ, ভিকে সদানন্দন, এস রাজীব এবং শাইলা কে জন প্রমুখ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভি ভেনুগোপাল।

বক্তারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এবং রাজ্যের সিপিএম পরিচালিত এল ডি এফ সরকারের অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে বলেন সিপিএমের শাসনকে দেখিয়ে পুঁজিপতিরা কমিউনিজম বিরোধী প্রচার করছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের পাতিয়ালা শহরের তার্কশিল হলে ৩০ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। তিনি তাঁর ভাষণে দেখান দারিদ্র, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, কৃষক আত্মহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার প্রভৃতি সমস্যাগুলি কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে উদ্ভূত। তিনি এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভার সভাপতি, দলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অমিন্দর পাল সিং অন্যান্য বামদলগুলির সঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য তুলে ধরেন। সভা সঞ্চালনা করেন কমরেড যশবিন্দর সিং।

ডাক্তারিতে ভর্তি পরীক্ষায় বৈষম্য

বিক্ষোভ ডি এস ও-র

এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ এবং সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার ১১ মে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ‘মেডিকেল ও ডেন্টাল কোর্সে ভর্তির জন্য সারা দেশ জুড়ে অভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষা বা এনইইটি (নিট)-এ বসার পর এ রাজ্য সহ সারা দেশের কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী চরম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ

ও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। নিট চালু করার সময় সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে, সারা দেশ জুড়ে এই পরীক্ষায় সম মান বজায় রাখার লক্ষ্যে এক দেশ-এক পরীক্ষা— নীতি কার্যকর করা হবে। অথচ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ আলাদা এবং ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার প্রশ্নপত্রের তুলনায় বাংলা ভাষায় কঠিন প্রশ্নপত্র করা হল। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চনার শিকার হবে। শুধু তাই নয়, সারা দেশ জুড়ে এই পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস সহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়াও পোশাকবিধি মেনে চলার নাম করে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের হেনস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই’।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়ে নিট চালু করার সময় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং এ আই ডি এস ও-র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। এ আই ডি এস ও বারবার বলেছিল যে ‘নিট’-এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সকল অংশের ছাত্রছাত্রীরা সমান সুযোগ পাবে না, এমনকী দেশজুড়ে পরীক্ষায় দুর্নীতি আরও বাড়বে। বঞ্চিত হবে গরিব-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা ও আঞ্চলিক ভাষার ছাত্রছাত্রীরা। আজ এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। এই অব্যবস্থা ও বঞ্চনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীদের চিঠি দিয়ে তাঁদের হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। ভাষাগত কোনও বৈষম্য নয়, শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতেই মেধাতালিকা তৈরির দাবি জানিয়ে ১৫ মে স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের এই আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

১৫ মে ডিএসও-র ডাকে শতাধিক ছাত্রছাত্রী স্বাস্থ্যভবনে বিক্ষোভ দেখায়। ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকদের এক প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে শিক্ষকরা ৩ মে জেলা বিদ্যালয় সংসদের সামনে গণঅবস্থান করেন। পাশ-ফেল চালু, কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস, শিশুশ্রেণির জন্য পোশাক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নিয়োগ, কেন্দ্রীয় হারে ডি এ, টেট দুর্নীতির তদন্ত প্রভৃতির দাবিতে একটি স্মারকলিপি সংসদের সভাপতি ও সচিবের হাতে তুলে দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সতীশ সাউ-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। বিক্ষোভ অবস্থানে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা। পরদিন সমিতির কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে একই দাবি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সম্পাদক মৃণালকান্তি দাস, রাজ্য সভাপতি অজিত হোড়, রাজ্য সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা।

কারখানা মালিকের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে
শ্রমিক ধর্মঘট পুরুলিয়ায়

পুরুলিয়া জেলার আনাড়ায় পাতিল রেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কারখানায় ভারতীয় রেলের স্লিপার তৈরি হয়। পূর্বে এই কারখানায় আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত একটি ইউনিয়ন ছিল। কর্মীদের মতামতের কোনও তোয়াক্কা না করে এই ইউনিয়ন দৈনিক ৬৫ বেঞ্চ স্লিপার তৈরি সহ সকলের জন্য একই হারে ন্যূনতম মজুরি (যদিও কারখানাটি ন্যূনতম মজুরিচুক্তি শিল্পের মধ্যে পড়ে না) সহ নানা শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শর্ত চাপিয়ে দিয়ে জঘন্য এক কালাচুক্তি করে। এই কালাচুক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে নতুন ইউনিয়ন গড়ে তুলে ধারাবাহিক সংগ্রাম শুরু করেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ আই এন টি টি ইউ সি সম্পাদিত কালা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবিপত্র জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকের মর্যাদা সহ অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির মীমাংসার জন্য মালিকপক্ষকে জানানো হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ নানা টালবাহানায় বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে শ্রমিকরা উৎপাদন কম করছে এই মিথ্যা অজুহাতে ২৭ এপ্রিল থেকে বে-আইনিভাবে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক শুরু করে। পরবর্তীকালে শ্রমিক বিক্ষোভের চাপে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক প্রত্যাহার করলেও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়া অমীমাংসিত থেকে যায়। কর্তৃপক্ষের এই চরম স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ৪ মে থেকে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে ধারাবাহিক ধর্মঘট শুরু হয়। উল্লেখ্য, গত ৩ মে আসানসোলে কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরে অনুষ্ঠিত সভায় কর্তৃপক্ষ কারখানার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়নের সাথে চুক্তি করতে অস্বীকার করে। কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে ধারাবাহিক ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। ৭ মে কারখানার শ্রমিকদের এক সুসজ্জিত মিছিল আনাড়া শহর পরিক্রমা করে অবিলম্বে নতুন চুক্তির ভিত্তিতে কারখানা খোলার দাবি জানায়। ইতিমধ্যে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আসানসোলের জয়েন্ট লেবার কমিশনারকে চিঠি দিয়ে নতুন চুক্তির ভিত্তিতে কারখানা খোলার দাবি জানানো হয়েছে।

কালনায় বিড়ি শ্রমিকের উপর তৃণমূলের হামলা

বর্ধমানের কালনার নাদনঘাট অঞ্চলে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে মজুরি কিছুটা বেড়েছে। এই সংগঠনকেই এলাকার মানুষ নির্ভরযোগ্য শ্রমিক সংগঠন মনে করে। এলাকায় সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধিতে ক্ষিপ্ত স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের একাংশ সংগঠনের নেত্রী বিড়ি শ্রমিক কমরেড রূপালী শেখকে নানাভাবে বিরক্ত করতে থাকে। মহকুমা শাসককে জানানো হলে তিনি তাঁর চেম্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়ে এ ধরনের আচরণ বন্ধ করতে বলেন। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ৭ মে তৃণমূলের একদল দুষ্কৃতী রূপালী শেখের বাড়িতে হামলা করে তাঁর শ্লীলতাহানি করে। তাঁর স্বামী সুরাত শেখ বাধা দিলে তাঁকে মারতে মারতে রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত সুরাত সেখকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। দুষ্কৃতীরা হুমকি দেয়, এখানে কোনও বিরোধী সংগঠন করা চলবে না। প্রতিবেশী শ্রমিকরা এগিয়ে এসে বাধা দেন এবং থানায় গিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড নির্মল মাঝি এবং সভাপতি কমরেড সুচেতা কুণ্ডু।

অস্বাভাবিক মেট্রোভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ দিল্লিতে

সম্প্রতি দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের সম্মতি নিয়ে মেট্রো রেলের ভাড়া অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করেছে। ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ৬৬ থেকে ৮৬ শতাংশ পর্যন্ত। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে ১১ মে যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা বিক্ষোভ সভায় বলেন, এই অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধি জনজীবনে মারাত্মক অর্থনৈতিক আঘাত। তিনি বলেন, জনগণকে দ্রুত এবং সস্তায় যাতায়াতের সুযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেই মেট্রো রেল স্থাপিত হয়েছিল। এই ভাড়াবৃদ্ধি দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের মেট্রো ব্যবহারের সুযোগ থেকে দূরে ঠেলে দেবে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে পরিচালিত বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকার বিমান ভাড়া কমিয়ে পুঁজিপতি ও কর্পোরেট মালিকদের সুবিধা দিচ্ছে। অন্যদিকে গরিব, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জনগণের উপর বিপুল বাড়তি ভাড়ার বোঝা চাপাচ্ছে। এই হল মোদি সরকারের আচ্ছে দিনের নমুনা। তিনি জনস্বার্থে মেট্রো ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

১০০ অস্থায়ী পদে ৩ লক্ষ আবেদন

বছরের পর বছর রাজ্যে কোন নিয়োগ না হওয়ার জন্য বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা কিভাবে বেড়ে

চলেছে তার একটি উদাহরণ প্রত্যক্ষ করল রাজ্যবাসী। বেশ কিছুদিন আগে কলকাতা পুরসভার অধীন প্রাথমিক শিক্ষক পদে অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে ১০০ শূন্য পদের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার। মাত্র ছয় মাসের জন্য আর বেতন দশ হাজার টাকা। অস্থায়ী এই পদের জন্য যোগ্যতা দরকার নূন্যতম স্নাতক ও কম্পিউটার জানা আবশ্যক।

(সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান ২৮.০৪.২০১৭)

বর্ধমানে হকার্স ইউনিয়নের দাবিপত্র পেশ

৩ মে বর্ধমান শহর জনপ্রিয় হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরা জেলাশাসক ও পৌর কর্তৃপক্ষের কছে দাবিপত্র পেশ করেন। নতুন রেলওয়ে ওভারব্রিজ ও ফ্লাইওভার তৈরি শেষ হলে ফ্লাইওভারের নিচে অথবা উপযুক্ত স্থানে উচ্ছেদ হওয়া ৯৫ জন হকারকে পুনর্বাসন, হকার আইন ২০১৪ মেনে পৌরসভা কর্তৃক হকার কমিটি গঠন, হকারদের পরিচয়পত্র, ট্রেডলাইসেন্স এবং ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার দাবিতে সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন)-এর কাছে হকার ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে জনপ্রিয় হকার্স ইউনিয়ন সভাপতি কমরেড সুব্রত বিশ্বাস, সদস্য তৌফিক আহমেদ, সনৎ সাহা, প্রশান্ত ব্যানার্জী ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। বর্ধমান পৌরসভা এবং বর্ধমান রেল স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছেও ওই দিনে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলাশাসকের সাথে সমস্যাটি নিয়ে কথা বলে অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

ভগবানগোলায় মেডিকেল অফিসার নিগ্রহের প্রতিবাদ

৬ মে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ১ নং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বি এম ও এইচ ডাঃ মতিউর হককে ডেপুটেশন দেওয়ার নাম করে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাসক দল এক নেতাকে শুধু লোকদেখানো বহিষ্কার করেছে, কিন্তু আক্রমণকারীদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে এখনও প্রশাসনিক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে ৮ মে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ শহরের কাছে পাল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত মহিলা চিকিৎসক পাপিয়া মণ্ডলকে পুলিশের লোক পরিচয় দিয়ে এক যুবক, ৮ মে যেভাবে নিগ্রহ করেছে তা নজিরবিহীন। এই ঘটনার প্রতিকারের দাবিতে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে ১০ মে জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এলাকাবাসী

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আবারও পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের তোড়জোড় শুরু করেছে। ২০০৩ সালে কেন্দ্রের পূর্বতন ইউ পি এ সরকার রাজ্যের সিপিএম সরকারের সহযোগিতার ভিত্তিতে বিধ্বংসী এই কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা ‘হরিপুর ভিটেমাটি জীবন-জীবিকা বাঁচাও কমিটি গড়ে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের চাপে প্রকল্প স্থগিত হলেও বাতিল হয়নি।

প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি যখন পরমাণু বিদ্যুতের ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় দূষণ দেখে এর থেকে সরে আসছে, তখন ভারত সরকার তা রূপায়ণ করতে চাইছে কেন? এই পরমাণু চুল্লি স্থাপিত হলে তার চারপাশে ৫ কিমি ব্যাসার্ধ জুড়ে থাকবে একটা ‘বাফার জোন’। তার জন্য উচ্ছেদ হবে ৬২টি মৌজার প্রায় ৭ হাজার পরিবার, ৬টি স্থায়ী বাজার, ৮০০-র বেশি স্থায়ী দোকান, ১৭টি মৎস্য খটি এবং তাতে কর্মরত ৩০ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার। অপ্রচলিত উৎস থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করার বহু সম্ভাবনা এ দেশে আছে। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কয়েকটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে। সেগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অথচ বিপজ্জনক ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের বিপুল উৎসাহ। আসলে এর পিছনে রয়েছে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থ। এর

বিরুদ্ধে কমিটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কোলাঘাটে ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের বেহাল রাস্তাগুলি আগামী বর্ষার আগেই পূর্ণ সংস্কার এবং ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দেউলিয়ায় আন্ডারপাস নির্মাণের দাবিতে ১২ মে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন নারায়ণচন্দ্র নায়ক, গোবিন্দ পড়িয়া, চণ্ডীচরণ মাইতি, গোপাল সামন্ত, মোহন দাস প্রমুখ।